www.babalokenath.org

পরম পুরুষ শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার দিব্য আদেশ প্রাপ্ত শ্রীমৎ শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী প্রতিষ্ঠিত

লোকনাথ ডিভাইন লাইফ মিশনের

# দিব্য জীবন

লোকনাথ ডিভাইন লাইফ মিশনের দিব্যজীবন

Lokenath Divine Life Missioner Divya Jeevan

সপ্তবিংশতি বর্ষ / Vol. - 27, Issue No. - 3 | তৃতীয় সংখ্যা, ২২ মে, ২০২২ / May 22, 2022 | ৭ই জ্যৈষ্ঠ, সনঃ ১৪২৯

"জানবে তুমি কর্ত্তা নও, ঈশ্বরই কর্ত্তা। তিনি তোমার ভেতর থেকে সব কিছু করিয়ে নিচ্ছেন। তাই সব কর্ম তাঁকে স্মরণ করে করবে এবং তাঁকেই অর্পণ করবে।"

— ঠাকুর শ্রীশ্রী ভজন ব্রহ্মচারী

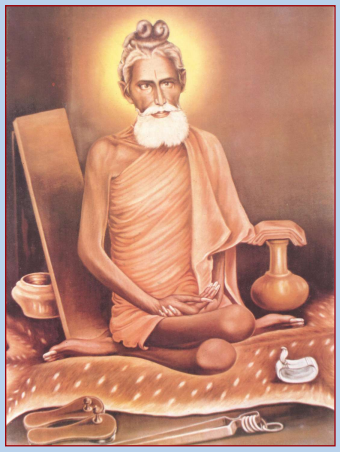

"দীন, দরিদ্র, সহায়-সংবলহীন অনাথों को हाथ उठाकर जो देगा जान लेना वह केवल मुझे मिल रहा है। मुझे छोड़कर और कोई नहीं है रे।"

— परमपुरुष श्रीश्री बाबा लोकनाथ

## ভক্তের ভগবান বাবা লোকনাথ

জীবন একাই এগিয়ে চলতে পারে অথচ চলতে চায় অনেকের সাথে সাথে দিয়ে। এমনই একদিন জগন্নাথ মন্দিরে প্রাণায়াম করছি সালটা মনে আছে ২০১২। কৃষ্ণাদি একটা গান গাইলেন জয়গুরু জয় ভগবান সেই গানটা শুনে মনের ভিতর কষ্টের অনুভূতি হল আর সকলের দুই নয়ন থেকে অশ্রু বেরোতে লাগল দিদি আমাদের বললেন তোমরা সৎসঙ্গের কথা শুনবে । সৎসঙ্গ যে কি তা জানতাম না। গুরুর কৃপা হলো গুরু আমাদের একজন করে বেলেঘাটার সৎসঙ্গে বসালেন। এই ভাবেই জানতে পারি সত্যের সঙ্গে সঙ্গ করা মানেই সৎসঙ্গ করা। দিদির কৃতজ্ঞতা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মনে রাখবো। শ্রী গুরুর চরণ ধরে তাঁর বাণী শুনে গুরুকে হৃদয়ে গেঁথে নিয়ে সাধন পথে এগিয়ে যেতে হবে। এই ভাবেই প্রতি সোম ও শুক্রবার এক একটি বাণী শুনতাম। বাবা লোকনাথের কৃপা হল তার কৃপায় শ্রীশ্রী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজকে পেলাম। তার মন চলো নিজ নিকেতনে বইটা পড়ে সবার মনের মধ্যে তিনি গুরু হয়ে বসে আছেন। গুরু শক্তি অপার করুণাময় তিনি সত্য সুন্দর। একমাত্র গুরুই পারেন তার সন্তানদের সব বিপদ থেকে রক্ষা করতে, সংসারে দুঃখ কষ্ট অভাব তো থাকবেই সেই সব ভুলে গিয়ে প্রত্যেক দিন ভক্তি চ্যানেলে সোম, মঙ্গল, বুধ বাবাজীর মন চলো নিজ নিকেতনে এবং বৃহস্পতি, শুক্র, শনি শিবকল্প মহাযোহী বাবা লোকনাথের জীবন ও বাণী আর রবিবার বাবাজীর গান শুনে মনে হয় প্রত্যেক দিন বাবাজীর সাথে সৎসঙ্গ করছি। আর মনে মনে বাবা লোকনাথকে বলি গুরুদেব তোমার কত কৃপা। হোম কুণ্ডতে যখন আগুন জ্বেলে হোম হয় সেই আগুনে হাত দেওয়া যায় না। তার তাপটা স্বর্শ করি। এই ভাবেই প্রত্যেক দিন মনে হয় বাবাজীকে স্পর্শ না করতে পারি তার তাপটা নিতে পারছি। বাবাজী নিজের ইচ্ছায় বেলেঘাটায় চার দিন সৎসঙ্গ করে গেছেন। সকাল চারটে থেকে গুরুর গান গেয়ে দিন শুরু করি আর গুরুদেবকে বলি আমার আমিত্বটা মুছে দাও। সবতো ঠাকুর তুমি করছো।। পথ চলতে চলতে বলি তুমিতো আমার সাথে আছো। রাত্রে ঘুমাবার সময় তোমায় স্মরণ করে ঘুমিয়ে পড়ি, তেমনি ঘুম ভেঙে যেন তোমায় স্মরণ করতে পারি। ছোট শিশু যেমন ঘুম ভেঙে মাকে খোঁজে। তুমি আমাদের জীবন কীভাবে কর্মের মধ্যে দিয়ে দেবতার চরণে উৎসর্গিত হবে। সেই পথই গুরুদেব দেখিয়ে দেন।

জয় বাবা লোকনাথ।

**-- কমলা মণ্ডল**

**A sense of contentment will fill the cup of your life once you realize that nothing could be better than to accept the Present Moment and its gifts and affirm the positive affirmation that ALL GOOD LIES BEFORE ME!! That I am eternally protected by the light of my fearless Soul and deathless Spirit within.**
**Love and Peace,**
**~~Bodhi Shuddhaanandaa**

## দয়াল ঠাকুর লোকনাথ ব্রহ্মচারী

ঠাকুর শ্রীশ্রী ভজন ব্রহ্মচারী বাবা বলেছেন বাবা লোকনাথ বড় দয়াল ঠাকুর। বাবাজী বলেন, বাবার কৃপার অন্ত নেই। বাবার যত দেবার ক্ষমতা আছে, আমাদের নেওয়ার ক্ষমতা নেই। আমরা নিতে নিতে ক্লান্ত হয়ে যাব তবু বাবার দেওয়ার শেষ নেই।

বাবা লোকনাথ তো জন্মজন্মান্তর ধরে, অবিরত অপলক চোখে তাঁর ভক্তের দিকে তাকিয়ে আছেন, কিন্তু আমার এই চর্মচক্ষু তাঁর দর্শন পেলো প্রায় তিরিশ বছর আগে। সেও তাঁরই কৃপায়। তিনি বলেন আমি ধরা না দিলে আমায় ধরে কার সাধ্য। ছোট ছোট চাওয়া পাওয়াকে কেন্দ্র করেই তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়েছি। যত তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়েছি, এবং বাবাকেই জীবনের একমাত্র অবলম্বন ভেবে ধরতে চেয়েছি, বাবা তার থেকেও অনেক অনেক পা বেশী এগিয়ে এসে ধুলো ঝেড়ে আমাকে কোলে তুলে নিতে চেয়েছেন। বাবার ঐ পবিত্র কোলে বসতে গেলে শুদ্ধ পবিত্র হতে হবে। জন্ম জন্মান্তরের সঞ্চিত সংস্কার ও কর্মের মলিনতা নিয়ে তো সেখানে বসা যাবে না।

প্রারব্ধের ফলস্বরূপ একের পর এক দুঃখ এসেছে জীবনে। নানা ঘাত-প্রতিঘাত, কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি। বাবাজী মহারাজ বলেছেন, ভোগ করে নাও মা, প্রারব্ধর ভোগ বিনা ক্ষয় নেই। শ্রী গুরুর এই বাক্যকে অন্তরের সাথে বিশ্বাস করেছি। ফলস্বরূপ দেখেছি, সত্যিই সংসারের এই যাত্রা আমার একার নয়, আমার সাথে আমার গুরুদেব আছেন, আমার ইষ্ট দেবতা বাবা লোকনাথ আছেন। আমি কাঁদলে তিনি কাঁদেন। আমি আনন্দে থাকলে তিনিও আনন্দে থাকেন। যত কঠিন পরিস্থিতিই হোক, যখনই অন্তর থেকে একবার আর্তনাদ বেরিয়ে এসেছে, ও বাবা তুমি কোথায় গো? আমার যে খুব কষ্ট হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে বাবা উত্তর দিয়েছেন, একটা শান্তি ও শীতলতার প্রলেপে বুকটা ভরে গিয়েছে। একটা ডাকও এমন হয়নি যা আমার বাবা শুনতে পাননি, কারণ তিনি যে অন্তর্যামী, চোখের পলক পড়তেও যে সময় লাগে, বাবার তাঁর শরণাগত সন্তানকে বুকে টেনে নিতে সে সময়ও লাগেনা। প্রথমে বাবার কাছে চেয়ে তাঁর কৃপা পেয়েছি, পরে না চাইতেও তাঁর কৃপা পেয়েছি। আর আজ তো জীবনটাই তাঁর কৃপার প্রসাদ হয়ে গেছে। আজ তো আমার জীবন আর বাবার কৃপা আলাদা নয়। তিনি ভেতরে বসে শ্বাস নিচ্ছেন তাই আমি শ্বাস নিতে পারছি। আমি যে তিনি ছাড়া নই-একথা বিস্মরণ হলেই জীবনে প্রকৃত সংকট হবে। গুরু ইষ্টের কোলে বসে তাঁদের চোখ দিয়েই যেন জগৎ সংসারের রূপ দেখি। তার জন্য এই যন্ত্রবৎ শরীর মনকে সর্বদা পরিষ্কার রাখতে হবে। কখনও যেন এই যন্ত্রে আমিত্বের, কর্তৃত্বের জং না ধরে। এই যন্ত্রে জং ধরলে আমার গুরুদেব তা বাজাবেন কি করে? তাঁর যে কষ্ট হবে। সেই জন্য সদ্‌গুরু ভগবান লোকনাথের চরণে ভক্তের একটাই প্রার্থনা "তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে মলিন মর্ম মুছায়ে, তব পুণ্য কিরণ দিয়ে যাক মোর মোহ কালিমা ঘুচায়ে।'

জয় বাবা লোকনাথ

**-- কৃষ্ণা দত্ত**

## সম্পাদকীয়

# এক মহৎ পরম্পরা

করোনা অতিমারীতে জীবনের সবকিছুই পাল্টে গেছে- বেঁচে থাকার লড়াইয়ে কুলান্ত বহু মানুষ। মানুষ জানেনা আগামীদিনে আরও কত মৃত্যু, আরও কত হাহাকার, আরও কত সর্বস্তরীয় ক্ষতি তাকে প্রত্যক্ষ করতে হবে। এত ক্ষতি এত মৃত্যুর মাঝে তাই আবারও স্মরণ করি সেই মহাপুরুষকে- আমাদের যোগেশ্বর বাবা লোকনাথকে, যিনি তাঁর ছাব্বিশ বছর বারদীলীলাকালে কত মানুষের কল্যাণে নিজের যোগৈশ্বর্যকে উৎসর্গ করেছেন।

কথাগুলো মনে এল কারণ মাহামারীতেও বন্ধ থাকেনি লোকনাথ ডিভাইন লাইফ মিশনের মানবকল্যাণমূলক সেবাকর্ম, বাবার নামে কত যে সেবামূলক কাজ হয়ে চলেছে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তার কতটুকু খবর আমরা রাখি। ২০২১ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে প্রত্যহ নরনারায়ণ সেবা চলছে এসব অঞ্চলে অর্থাৎ এ কাজে একটি বছর অতিক্রান্ত অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে। আমফান ও ইয়াস ঝড়ে বিধ্বস্ত, জমিতে দু'বছর ফসল নেই, হতদরিদ্র শ'খানেক মানুষ সুন্দরবনের হাসনাবাদ থানার বাঁশতলি গ্রামে দ্বিপ্রাহরিক আহার পাচ্ছেন-মিনিকিট চালের ভাত, ডাল, একটা সব্জি, ৯০ বছর বয়সের এক বৃদ্ধ এমন উক্তিও করেছেন যে বাবার দেওয়া এই আহার খেয়ে তিনি দিনে দিনে ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠছেন-শরীরে ও মনে। সরস্বতী নামের স্বামীহারা এক অসহায় রমণী মিশন প্রদত্ত এই দ্বিপ্রাহরিক অন্নকেই দুটি ভাগে ভাগ করে দুপুরে এবং রাতে প্রসাদ হিসাবে গ্রহণ করে থাকেন। কি আছে এই নিঃস্ব মানুষগুলোর? শহুরে চাকচিক্য, অর্থের প্রাচুর্য, সুযোগ সুবিধা- কিচ্ছু না! তবু সর্বহারা এই মানুষগুলো বাবা লোকনাথের নামে পাওয়া ওই সামান্য ভাত, ডাল, সব্জি থেকে বেঁচে থাকার শক্তি ও স্ফূর্তি ঠিক পেয়ে যাচ্ছেন! এ আমাদের গর্বের বিষয় বৈ কি!

বাবা লোকনাথ থেকে আমাদের বাবা শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী- এ এক মহৎ পরম্পরা, বাবা লোকনাথ যেমন তাঁর দেহে থাকাকালীন কাউকে শুন্য হাতে ফিরতে দেননি যে যখন মহাপুরুষের কাছে এসেছে, দু'হাত ভরে তার প্রার্থিত বস্তু নিয়ে গেছে বাবার কাছ থেকে। ঠিক তেমনি শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের অসীম দূরদর্শিতা, মানবকল্যাণ মূলক চিন্তার ফসল আজকের লোকনাথ ডিভাইন লাইফ মিশনের এই নরনারায়ণ সেবা। মহারাজ যে কত মানুষকে তাঁর এই মানবকল্যাণ যজ্ঞে সামিল করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। তাঁর পুণ্য নামে প্রতিদিন মাইলের পর মাইল বাইক পাড়ি দিয়ে অবলীলায় মিশনের সমস্ত কাজ দেখাশোনা করেন এমন একজন মানুষ জানালেন, "বাইক ট্যুরের মাধ্যমে আমি সব দেখাশোনা করি। বাবা রেইনকোট দিয়েছেন। আমার ছাতা লাগেনা। কোন্ গাছের নীচে, কোন্ রাস্তার ওপরে, কোন্ বাড়ির উঠোনে, কোন্ ক্লাবে বাবার নামে স্কুল চলছে- সব আমি চিনি, বিজয়নগর যেতে হলে আমায় ৬টা নদী পেরিয়ে যেতে হয়"- এমন সব জায়গার ওপর দিয়ে মাইলের পর মাইল বাইকযাত্রা করে প্রতিদিন সব কাজের ওপর নজর রাখেন যে মানুষ, তিনি কি বাবার করুণা থেকে কখনও বঞ্চিত হবেন? "মল্লাখালি", "বাকবাগান", "গোসাবা"- এমন সব কত আমাদের কাছে অজানা নদীপথে তাঁর বাইক নিয়ে পাড়ি দেন মানুষটি! জয় হোক বাবা লোকনাথের, জয় হোক শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের, জয় হোক বাবা লোকনাথের নামে হয়ে চলা এই অপূর্ব সেবাধর্মের, জয় হোক এক মহৎ পরম্পরার।

# মিশন সংবাদ

## মিশনের শিশু শিক্ষা প্রকল্প—

### সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে একঝাঁক নবীন প্রাণ

দীর্ঘদিন ধরেই শ্রীশ্রী শুদ্ধনন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের পরিচালনায় ও অনুপ্রেরণায় সমগ্র সুন্দরবন অঞ্চলে মোট ৯২টি প্রাক্ প্রাথমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে একরাশ কচি কাচা ছেলে মেয়ে। করোনা অতিমারীতে যখন রাজ্যজুড়ে সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়ের দরজা পড়ুয়াদের কাছে বন্ধ, তখন মিশন পরিচালিত এই ৯২টি বিদ্যালয়ে নিয়মিত পড়াশুনো চলেছে, অত্যন্ত সফলভাবে। যেহেতু বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীসংখ্যা ১৬ থেকে ৩২ এর মধ্যে তাই শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে তাদের বসানো ও পাঠদান করা এই বিষয়গুলি নিয়ে কোনো সমস্যা তৈরী হয়নি। শুধু তাই নয় অতিমারী পরিস্থিতিতে শিশু এবং তাদের অভিভাবকদের সচেতনতা গড়ে তোলার কাজও করে গেছে মিশনের স্বনির্ভর গোষ্ঠী।

আনন্দের বিষয় এই যে চারিদিকের এই হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতির মধ্যেও মোট ৯ জন নতুন শিক্ষিকা যোগ দিলেন মিশন পরিচালিত এই স্কুলগুলিতে— হিঙ্গলগঞ্জ, গোসাবা উত্তরডাঙ্গা, রাজবাড়ি, হাসনাবাদ ইত্যাদি নানা জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে এই স্কুলগুলি। শিউলি, সুনীতা, প্রিয়াঙ্কা, রীপা, মৌমিতা, রাজিতা, তুলসী, বৈশাখী, কঙ্কনা- এই ন'টি নতুন মুখ মিশনের স্কুলে ছোট ছোট শিশুদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে নিজেদের নিয়োগ করলেন, প্রতিদিন প্রভাতে সকাল ৭টা থেকে চলে এই পাঠদানের কাজ--শিশুরা স্কুল থেকেই পেয়ে যায় মাতৃসম শিক্ষিকাদের কাছ থেকে অফুরান আনন্দের যোগান। যে শিক্ষা চেতনা আনে, যে শিক্ষা আনন্দ দেয়-সেই শিক্ষাদানের চেষ্টা চালাচ্ছেন এই শিক্ষিকারা। কত উচ্চশিক্ষিত এবং প্রশিক্ষিত তরুণী এ-কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের সুবিশাল কর্মকাণ্ডের অংশীদার হিসেবে।

মানুষকে স্বনির্ভর করে তাঁর আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দেওয়ার কাছে মিশন সর্বদাই অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছে, মিশন পরিচালিত নরনারায়ণ সেবা এবং শিশুশিক্ষাদানের কাজে জড়িয়ে একাধিক মানুষ সামান্য হলেও কর্মের বিনিময়ে রোজগারের পথে হেঁটে চলেছেন। কত মানুষকে তাদের দক্ষতা অনুযায়ী নানা ধরনের কাজে নিয়োগ করা হয়েছে-যেমন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর বেশ কিছু মানুষ বিভিন্ন স্কুলে ঘুরে ঘুরে স্কুলগুলির কাজের তদারকি করেন, আর্ট বা ললিতকলা শেখানোর জন্য শিক্ষিকা আছেন, বাবা লোকনাথেন মন্দিরে পুজো করা, সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালানো, গোসাবা মন্দিরে নামগান করা ও ভাগবত পাঠ- ইত্যাদি নানা কাজের জন্য আলাদা আলাদা ব্যক্তি নিযুক্ত আছেন, বলা বাহুল্য এভাবেই সামান্য হলেও কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিচ্ছে লোকনাথ ডিভাইন লাইফ মিশন, মানুষকে সঞ্চয়মুখী হওয়ার পথ দেখানো হয়েছে যাতে দরিদ্র মানুষ মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নেওয়ার পরিবর্তে নিজের অঞ্চলের প্রতিবেশী বা পরিচিত মানুষের কাছ থেকে প্রয়োজনে ঋণ নিতে পারেন, পরস্পরের মধ্যে এক নিবিড় বন্ধন তৈরীর পথ দেখাচ্ছে মিশন। সন্দেশখালির রাজবাড়ির যে কুটিরে একদা মিশনের প্রাণপুরুষ শ্রীশ্রী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ বেশ কিছুদিন কাটিয়েছেন, আমফান ঝড়ে সেটি ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় সেটিও সংস্কারের কাজ চলছে।

পরিশেষে শ্রীশ্রী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের যে বৃহৎ পরিকল্পনার কথা বলব তা সত্যিই বিস্ময়কর। বাঁশতালি গ্রামে যেখানে প্রত্যহ নরনারায়ণ সেবা চলে, সেই অঞ্চলের সংলগ্ন একটি জমিতে বৃহৎ একটি বিদ্যালয় তৈরীর কাজ হয়ে চলেছে যেখানে পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পঠনপাঠন চলবে। বিরাট একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ধাপে ধাপে গড়ে উঠছে- নিখুঁতভাবে সমস্ত কাজ দেখাশোনা করে চলেছেন শ্রী নিমাই বিশ্বাস মহাশয়। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে তা মিশনের শিক্ষাদান প্রকল্পের ইতিহাসে একটি উজ্জল দিগন্ত হয়ে দেখা দেবে- একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।